وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

আর তাদের সম্পদে প্রার্থী ও অপ্রার্থী সকলের হক রয়েছে।

(সূরা যারিয়াত : ১৯)

সপ্তম অধ্যায়

# ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত

بسم الله الرحمن الرحيم

সপ্তম অধ্যায়

# ফাযায়েলে যাকাত ও সাদাকাত

## যাকাতের গুরুত্ব

মাল বা ধন-সম্পদের সঙ্গে আল্লাহ পাক যেসব বিধান রেখেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল যাকাত। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায, আর মালের সঙ্গে সম্পর্কিত ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল যাকাত। এই নামায আর যাকাত এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ দুটোকে মুসলমান হওয়ার আলামত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সাহাবায়ে কেরামকে জেহাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। তাদেরকে বলে দেওয়া হত যে, তোমরা যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে এবং নামায না পড়ে আর যাকাত না দেয়। এর দ্বারা বোঝানো হত যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে, নামায না পড়বে এবং যাকাত না দিবে। অর্থাৎ, এই তিনটি কাজ যতক্ষণ না করবে, ততক্ষণ তাদেরকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে না।

যদি কেউ শুধু মুখে বলে আমি মুসলমান, কিন্তু সে নামায না পড়ে এবং যাকাত না দেয়, তাহলে তাকে সঠিক মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা হবে না। মানুষের দৈহিক যত ইবাদত রয়েছে তার ভিতর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল নামায। আর সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত বিধান রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল যাকাত। অতএব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দু'টো ইবাদত– নামায আর যাকাত থেকে বিরত থাকলে কীভাবে তাকে মুসলমান হিসাবে বিবেচনা করা যাবে? সারকথা হল– যে ব্যক্তি নামায পড়বে না, যাকাত দিবে না সে যেন মুসলমান-ই নয়।

নামায ও যাকাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হওয়ার কারণে কুরআন শরীফে এ দু'টো ইবাদতের কথা সবচেয়ে বেশীসংখ্যক বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ৮০ জায়গায় নামাযের কথা এবং ৩২ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে।

## যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ-রুপা বা টাকা-পয়সা সঞ্চয় করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ (?) দিয়ে দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)

এখানে "সু-সংবাদ" কথাটা ব্যঙ্গচ্ছলে বলা হয়েছে, মূলত এটা সু-সংবাদ নয় বরং দুঃসংবাদ। এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কী তা বয়ান করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থাৎ, ঐ সোনা-রুপা জাহান্নামের আগুনে তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তার কপালে, তার পাঁজরে ও পিঠে (অর্থাৎ, শরীরের বিভিন্ন স্থানে) শেক দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে, নিজেদের জন্য যেটা সঞ্চয় করে রেখেছিলে এটা তো তা-ই! এখন তোমাদের সেই সঞ্চয়ের স্বাদ আস্বাদন করে দেখ!। (সূরা তাওবা : ৩৫)

রেওয়ায়েতে এসেছে–

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ. اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلُوْهَا طُهْرَةً لِّلْاَمْوَالِ.

رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে ওমর (রা.) বলেন, যারা সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে যাকাত আদায় করে না, তাদের জন্য শাস্তি অর্থাৎ, এই আয়াত তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। যারা সম্পদের যাকাত আদায় করে তারা এই শাস্তির আওতায় পাড়বে না। (বোখারী)

অতএব আমি সম্পদ উপার্জন করে তার যাকাত আদায় করলাম না, শুধু সঞ্চয়ই করে রাখলাম, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াল যে, শাস্তি ভোগ করার জন্যই আমি তা করলাম! (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অর্থাৎ, যারা কার্পন্য করে ঐ সম্পদ নিয়ে যা নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন তারা যেন মনে না করে যে, সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং সেটা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যে সম্পদ নিয়ে তারা কার্পন্য করছে কেয়ামতের দিন সে সম্পদ তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান: ১৮০)

যাকাত আদায় না করার আরও অনেক রকম শাস্তি রয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَهٗ مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِىْ بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন আর সে তার যাকাত দেয় না, কেয়ামতের দিন তার মালকে তার জন্য মাথায় টাক পড়া সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চক্ষুর উপর দুটো কাল দাগ থাকবে (অর্থাৎ, প্রচণ্ড বিষাক্ত হবে।) ঐ সাপকে তার গলায় বেড়ি স্বরূপ করে দেওয়া হবে। অনন্তর সেটা তার মুখের দিক দ্বারা দংশন করতে থাকবে (অথবা সেটা তার দুই গালে দংশন করতে থাকবে) আর বলতে থাকবে আমি তোমার মাল! আমি তোমার সঞ্চয় করে রাখা সম্পদ!! (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَایُؤَدِّیْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلَّا اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ صُفِحَتْ لَهٗ صَفَآئِحُ مِنْ نَارٍ فَاُحْمِیَ عَلَيْهَا فِیْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰی بِهَا جَنْبُهٗ وَجَبِيْنُهٗ وَظَهْرُهٗ. الحديث. رواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب اثم مانع الزكاة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সোনা রূপার অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (অর্থাৎ, যাকাত) আদায় করে না, যখন কেয়ামতের দিন আসবে, তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তার পাজর, কপাল ও পিঠে শেক দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা গরম করা হবে। (এভাবে শাস্তি চলতেই থাকবে।) [মুসলিম]

## দান-সদকার ফযীলত ও ফায়দা

দান-সদকার বহু ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে বিশেষ কয়েকটি ফযীলত সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হল।

### দান-সদকা একটি ঈর্ষণীয় বিষয়

দান-সদকার একটি ফযীলত হল দান-সদকা এত উত্তম যে, তা ঈর্ষণীয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَيْنِ - رَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.** متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب العلم - باب الاغتباط فى العلم والحكمة، ومسلم فى كتاب فضائل القرآن - باب فضل من يقوم بالقرآن الخ. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একমাত্র দুই ব্যক্তি ঈর্ষণীয়– এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর হক কাজে সেই সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাকে নিযুক্ত করেছেন। আর এক ব্যক্তি হল যাকে আল্লাহ হেকমত তথা কুরআন-হাদীছের ইল্‌ম দান করেছেন অতঃপর সে সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছুর ফয়সালা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

**দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত লাভ**

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। এর বিপরীত অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

**يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ.**

অর্থাৎ, সূদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারা : ২৭৬)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

**وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.**

অর্থাৎ, অর্থাৎ, তোমরা যাকাত (ইত্যাদি) যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিবে এসব লোকেরাই (তাদের ছওয়াব) বৃদ্ধি করতে থাকে। (সূরা রূম : ৩৯)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.** رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والادب – باب استحباب العفو والتواضع ورواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى التواضع وقال هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না, ক্ষমা করা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করেন; আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াজু বা বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উচুঁ করে দেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে –ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে– সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ পাক সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সূদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য –সুখ শান্তি অর্জন করা– তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। দেখা যায় সব সময় তাদের পেরেশানী লেগে আছে, টেনশনের পর টেনশন লেগে আছে। তাদের সম্পদ কাজের কাজে লাগে না। অতএব দেখা গেল যাকাত দিলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে আখেরাতেরও ফায়দা, দুনিয়ারও ফায়দা।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخِرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.** متفق عليه.

رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب قول الله عزوجل فاما من اعطى واتقى الخ، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ভোরে ওঠে, আকাশ থেকে দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁদের একজন বলেন হে আল্লাহ, তুমি দাতাকে প্রতিদান দাও এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ.** متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب النفقات، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب الحث فى النفقة وتبشير المنفق الخلف. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব। (বোখারী ও মুসলিম)

### দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণে বর্দ্ধিত করে দেওয়া হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلَّا الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّىْ اَحَدُكُمْ فَلُوَّهٗ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.** متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب الصدقة من كسب طيب، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একটা খেজুর বরাবর সদকা করবে পবিত্র উপার্জন থেকে –আর আল্লাহ পবিত্র উপার্জন ব্যতীত কবূল করেন না– তাহলে আল্লাহ তার সদকা কবূল করবেন। অনন্তর সেটাকে বর্দ্ধিত করবেন –যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করে বড় বানাতে থাকে– (এভাবে আল্লাহ তার সদকাকে বৃদ্ধি করতে থাকেন) এমনকি তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

## দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ حُذَيْفَةَ رضـ مَرْفُوْعًا ...... فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَجَارِهٖ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْىُ.**

**الحديث.** رواه البخارى فى كتاب مواقيت الصلوة - باب الصلوة كفارة.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নামায, রোযা, সদকা ও ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ (এ সব আমল) মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত গোনাহসমূহ মোচন করে দেয়। (বোখারী)

## দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رضـ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى فَمَرَّ عَلَى النِّسَآءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. الحديث.** رواه البخارى فى كتاب الحيض- باب ترك الحائض الصوم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে মহিলাদের কাছে গেলেন এবং (তাদেরকে লক্ষ করে) বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা কর। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের সিংহভাগ হল নারী। মহিলাগণ জিজ্ঞাসা করল, তার কী কারণ ইয়া রসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, তার কারণ হল তোমরা বেশী বেশী অভিশাপ দাও এবং স্বামীর না-শোকরী কর। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضـ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.** متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. ورواه مسلم فى كتاب الزكاة - باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة وانها حجاب من النار. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আদি ইব্‌নে হাতিম (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব একটা খেজুরের টুকরা দান করে হলেও জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করুক। (বোখারী ও মুসলিম)

### দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلسَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ.**

رواه الترمذى فى كتاب البر والصلة - باب ما جاء فى السخاء وقال هذا حديث غريب انتهى. قلت فى سنده ضعف يتحمل فى باب الفضائل.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দাতা ব্যক্তি আল্লাহ্‌রও নিকটে, জান্নাতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে; অথচ জাহান্নাম থেকে দূরে। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকেও দূরে, জান্নাত থেকেও দূরে, মানুষ থেকেও দূরে; অথচ জাহান্নামের নিকটে। নিশ্চয়ই মূর্খ দাতা কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। (তিরমিযী)

## দান-সদকা বিষয়ক একটি ঘটনা

দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হওয়ার এবং ইহকাল ও পরকালে কামিয়াব হওয়ার একটি ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] ঘটনাটি নিম্নরূপ–

বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন শ্বেত-রোগী, একজন টাকওয়ালা, আর একজন অন্ধ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন এবং তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন।

ফেরেশতা সর্ব প্রথম সেই শ্বেত-রোগীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। অনন্তর আমার শরীর থেকে যদি এই শ্বেতী রোগ বিদূরিত হয়ে যায়, তাহলে মানুষ আমাকে দূরে ঠেলে দিবে না; ঘৃণা করবে না। একথা শোনার পর ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার ত্বক ভালো হয়ে উঠল। রংও সুন্দর হয়ে উঠল। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় সম্পদ কী? সে বলল, উট। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী প্রদান করে বললেন, আল্লাহ এতে বরকত দান করুন!

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন টাকওয়ালার কাছে। তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, আমার মাথায় যদি সুন্দর চুল গজাত আর এই টাক-বিমারীটা দূরীভূত হত, তাহলে মানুষ আমাকে ঘৃণা করত না। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হাত বুলাতেই তার মাথার টাক ভাল হয়ে গেল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ কী? সে বলল, গাভী! ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী গাভী প্রদান করলেন এবং বললেন, আল্লাহ এটাকে বরকতময় করুন!

---

১. – رواه البخارى فى كتاب الانبياء – حديث ابرص واقرع واعمى، ومسلم فى كتاب الزهد فصل فى حديث الابرص والاقرع والاعمى ‌‌॥

অতঃপর ফেরেশতা উপস্থিত হলেন অন্ধের কাছে। বললেন, তোমার কী চাই- বল। সে বলল, আল্লাহ যদি আমাকে দৃষ্টি দান করতেন তাহলে সকল মানুষকে দেখতে পেতাম! ফেরেশতা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সম্পদের মধ্যে তোমার পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল, বকরী। ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী বকরী প্রদান করলেন।

তিনজনের জানোয়ারগুলোই বাচ্চা প্রসব করল। অনেক বাচ্চা দিল। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের উট, গরু আর ছাগলের পালে প্রান্তর ভরে উঠল।

তার পর একদিন আল্লাহর নির্দেশে সেই ফেরেশতা পূর্বের আকৃতিতে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে সেই শ্বেত-রোগীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি একজন অসহায় মিসকীন মুসাফির; আমার সফরের সব সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ ছাড়া আমার ঘরে পৌঁছার কোনো পাথেয় হাতে নেই। আর তুমি আমার ভরসা। আমি তোমার কাছে ঐ আল্লাহর নামে একটি উট যাচনা করছি, যিনি তোমাকে উন্নত ত্বক ও সুন্দর রং দান করেছেন। আমাকে একটি উট দিলে আমি তাতে সওয়ার হয়ে আপন ঘরে পৌঁছতে পারব।

লোকটি ধমকের সুরে বলল, দূর হও এখান থেকে। আমার উপর অনেক দায়িত্ব আছে, সেগুলো আঞ্জাম দিতে হবে। তোমাকে দান করার কোনো সুযোগ নেই। ফেরেশতা বললেন, আমি মনে হয় তোমাকে চিনি।[১] তুমি কি এক সময় শ্বেত-রুগী ছিলে না? তখন মানুষ তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখত। তুমি গরীব নিঃস্ব ছিলে। তারপর আল্লাহ তাআলাই তোমাকে এই বিশাল ধন-সম্পদ দান করেছেন। সে বলল, খুব সুন্দর বলছ তো! আরে এই সম্পদ তো আমার কয়েক পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। বাপ-দাদাদের আমল থেকেই তো আমাদের এই ধন-দৌলত। ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে পূর্বের মত করে দেন।

তার পর ফেরেশতা সেই পূর্বের বেশে টাকওয়ালার কাছে হাজির হলেন। তাকেও প্রশ্ন করলেন। সেও শ্বেতী ব্যক্তির মতই উত্তর দিল।

---

১. ফেরেশতা নিঃসন্দেহে তাকে চিনেছিলেন। এরপরও 'মনে হয়' বলেছেন, যেন সে একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলে। মুখের ওপর অস্বীকার না করে বসে।

ফেরেশতা প্রতি উত্তরে বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন।

সবশেষে ফেরেশতা সেই পূর্বের আকৃতিতে অন্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি অন্ধকে বললেন, আমি একজন মুসাফির। আমার সফরের সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন আল্লাহ আর তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায়-অবলম্বন নেই। যে মহান সত্তা তোমাকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দান করেছেন, আমি তাঁর নামে তোমার কাছে একটি ছাগল চাই। আমি এর দ্বারা আমার প্রয়োজন পূরণ করত সফর সমাপ্ত করব। সে বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। পরম করুণাময় আল্লাহ তাঁর একান্ত রহমতের ওছীলায়ই আমাকে দৃষ্টি দান করেছেন। তোমার যত মনে চায় নিয়ে যাও। আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোনো বিষয়েই তোমাকে বাধা দিব না।

ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তোমার কাছেই থাকুক। আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমাদের তিনজনের পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। আর তা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর ঐ দুইজনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

**ফায়দাঃ** লক্ষ করার বিষয় হল, শ্বেত-রুগী এবং টাকওয়ালা অকৃতজ্ঞতার ফলে কত বঞ্চিত হল। তাদের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হল। তারা পূর্বের মত নিঃস্ব হয়ে গেল। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি নারাজ হলেন। ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে তারা ব্যর্থ হল। আর অন্ধ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা ও দানের ফলে তার সকল নেয়ামতও বহাল রইল, আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানেই সে সফলকাম।

## দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা আল্লাহ্‌র রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ. رواه الترمذى

فى ابواب الزكوة– باب ما جاء فى فضل الصدقة و قال : هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দান আল্লাহ তাআলার রোষ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী)

### দান-সদকার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকার মধ্যে যেগুলি সদকায়ে জারিয়া, তার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الوصية – باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى الوقف وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল (–এর ছওয়াব) বন্ধ হয় না। সে তিনটি হল– সদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম –যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়– এবং তার নেককার সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

### দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন বিশেষ ছায়া লাভ হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَدَقَتُهٗ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ٢٣٣٨٣ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه ابن خزيمة فى صحيحه حديث رقم ٢٤٣٢.

অর্থাৎ, তাবেয়ী হযরত মারছাদ ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর জনৈক সাহাবী বলেছেন

যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন– কেয়ামতের দিন মুমিনের ছায়া হবে তার দান-সদকা। (মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্‌নে খুযায়মা)

**দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ**

দান-সদকার আর একটি ফযীলত হল দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنَ الضَّرُوْرَةِ، فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

رواه البخارى فى كتاب الصوم – باب الريان للصائمين.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি (কোনো জিনিসের) এক জোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করবে, তাকে (কেয়ামতের দিন) জান্নাতের সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে এই বলে যে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম! যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্গত হবে তাকে নামাযের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদদের অন্তর্গত হবে তাকে জেহাদের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি রোযাদারদের অন্তর্গত হবে তাকে রাইয়্যান (তৃপ্তি) নামক দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি দানকারীদের অন্তর্গত হবে তাকে দানের দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে। এ শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক ইয়া রসূলাল্লাহ! যে (ভাগ্যবান)

ব্যক্তিকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করা হবে তার পক্ষে সব দরজা দিয়ে আহুত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই (এক দরজা দিয়ে আহুত হওয়াই যথেষ্ট।) তারপরও কি কেউ সকল দরজা দিয়ে আহুত হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন হাঁ, আমি আশা করি আপনি তাদের একজন হবেন। (বোখারী)

দান-সদকার ফযীলত ও ফায়দা সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার সারসংক্ষেপ হল– দান-সদকার বিশেষ ১০টি ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে। যথা–

১. দান-সদকা একটি ইর্ষণীয় বিষয়।
২. দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়।
৩. দান-সদকার ছওয়াব অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।
৪. দান-সদকা দ্বারা গোনাহ মোচন হয়।
৫. দান-সদকা দ্বারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়।
৬. দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য ও জান্নাত লাভ হয়।
৭. দান-সদকা দ্বারা আল্লাহর রোষ প্রশমিত হয় এবং মন্দ মৃত্যু রোধ হয়।
৮. দান-সদকার ছওয়াব মৃত্যুর পরও জারী থাকে।
৯. দান-সদকা দ্বারা কেয়ামতের দিন ছায়া লাভ হয়।
১০. দান-সদকা দ্বারা জান্নাতের বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের অধিকার অর্জিত হয়।

**সদকায়ে জারিয়া প্রসঙ্গ**

"সদকায়ে জারিয়া" বলা হয় যে সদকার ছওয়াব একবারে শেষ হয়ে যায় না বরং তার ছওয়ারপ্রাপ্তি জারি তথা অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلٰثَةٍ اِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهٗ. رواه مسلم فى كتاب الوصية – باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى الوقف وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল (ও তার ছওয়াব) বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল (যার ছওয়াব বন্ধ হয়না)– সদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম –যা দ্বারা মানুষের উপকার সাধিত হয়– এবং সু সন্তান যে তার জন্য দুআ করে। (মুসলিম ও তিরমিযী)

## দান-সদকা না করার ক্ষতি

দান-সদকা করার যেমন অনেক ফায়দা ও ফযীলত রয়েছে, তেমনি দান-সদকা না করার অনেক ক্ষতিও রয়েছে। নিম্নে কয়েকটা ক্ষতি সম্পর্কে হাদীছের বর্ণনা পেশ করা হল–

**عَنْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ.** رواه الترمذى فى ابواب البر والصلة – باب ما جاء فى البخل، وقال هذا حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোঁটা দেয়। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَسْمَآءَ رض اَنَّـهَا جَآئَتْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اَرْضِخِىْ مَا اسْتَطَعْتِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ.** متفق عليه. رواه البخارى فى كتاب الزكاة – باب الصدقة فيما استطاع، ورواه مسلم فى كتاب الزكاة – باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء. واللفظ للبخارى.

অর্থাৎ, হযরত আছমা বিনতে আবী বকর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দান করতে থাকবে ধরে রাখবে না, অন্যথায় আল্লাহও তোমার ব্যাপারে ধরে রাখবেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– এবং হিসাব করবে না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে দিতে হিসাব করবেন। (বোখারী ও মুসলিম)

## মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত অনেক বড়। মসজিদ নির্মাণ করা দ্বারা জান্নাত লাভ করা যায়। হযরত উছমান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে– তিনি বলেন,

**عَنْ عُثْمَانَ رضـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهٗ.** رواه مسلم فى كتاب الصلوة – باب فضل بناء المسجد والحث عليها وفى كتاب الزهد – باب فضل بناء المساجد.

অর্থাৎ, হযরত উছমান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম)

**ব্যাখ্যাঃ** হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। এখন প্রশ্ন হল যদি কেউ একা পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করতে না পারে বরং মসজিদ নির্মাণ কাজে কিছু অর্থ দিয়ে শরীক হয়, এরূপ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হবে কি না? এর উত্তর হল আল্লাহর রহমতের ভিত্তিতে আশা করা যায় এরূপ ব্যক্তির জন্যও জান্নাতে ঘর নির্মিত হবে।

## বিভিন্ন রকম দান-সদকার ফযীলত

কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করা, কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করানো এবং কোনো পীপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করানোও অনেক বড় বড় ফযীলতের আমল। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرْيٍ كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍئ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ.** رواه ابو داود فى كتاب الزكاة – باب فى فضل سقى الماء.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো বস্ত্রহীন মুসলমানকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের সবুজ কাপড় পরিধান করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল থেকে আহার করাবেন। যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো পীপাসার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাকে "রহীকে মাখ্তূম" থেকে পান করাবেন। (আবূ দাঊদ)

**ব্যাখ্যা:** "রহীকে মাখ্তূম" হল মেশ্ক দ্বারা মোহরকৃত বিশুদ্ধ পানি যা জান্নাতীদেরকে পান করতে দেওয়া হবে।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا اِلَّا كَانَ فِىْ حِفْظٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ.** رواه الترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم ٢٤٨٤، وقال: هذه حديث حسن غريب.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– যে কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমানকে কাপড় পরিধান করাবে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কাপড়ের একটা টুকরাও তার শরীরে থাকবে। (তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهٖ صَدَقَةٌ.** رواه البخارى فى ابواب الحرث والمزارعة – باب فضل الزرع والحرث اذا اكل منه. ورواه الترمذى فى ابواب الاحكام – باب ما جاء فى فضل الغرس وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপন করলে বা কোনো ক্ষেত লাগালে আর তা থেকে কোন পাখি বা মানুষ বা প্রাণী আহার করলে তার বিনিময়েও তার সদকার ছওয়াব হবে। (বোখারী ও তিরমিযী)

### আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ফযীলত

আত্মীয়-স্বজনকে দান করা আত্মীয়তার একটি দাবী। আত্মীয়-স্বজন অভাবী হলে তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা তাদের হক। এই হক আদায় করার অনেক বড় মর্তবা রয়েছে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلٰى ذِى الرِّحْمِ اِثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. رواه احمد فى مسنده حديث رقم ١٢١٨٨٨ واسناده صحيح كذا فى هامشه. ورواه الترمذى فى ابواب الزكاة - باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة.

অর্থাৎ, হযরত সালমান ইব্নে আমের (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাধারণ অভাবীকে সদকা করা দ্বারা শুধু সদকার ছওয়াব পাওয়া যায় আর আত্মীয়-স্বজনকে সদকা করা দ্বারা দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া যায়– সদকার ছওয়াব ও আত্মীয়তা সুরক্ষার ছওয়াব। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

### যাকাত ও দান-সদকায় কষ্ট বোধ হওয়ার প্রতিকার

ধন-সম্পদের যাকাত দিতে কষ্ট বোধ করা বোকামী। কারণ ধন-সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। আমরা শুধু সম্পদ নাড়াচাড়া করার মালিক। আসল মালিক যেভাবে বলবেন সেভাবেই এটা নাড়াচাড়া করব। এখন যদি আমরা আল্লাহর হুকুমমত সম্পদ ব্যয় না করি, তাহলে বুঝা যাবে আমরা আল্লাহকে সম্পদের আসল মালিক মনে করছি না। বরং নিজেদেরকেই আসল মালিক মনে করছি। অতএব নিজেকে অন্যের মালের মালিক মনে করা বোকামী বৈ কি? যখন আমাদের এই

বিশ্বাস থাকবে যে, আমাদের সম্পদের আসল মালিক হলেন আল্লাহ পাক, তখন আল্লাহর হুকুমমত সম্পদ ব্যয় করতে কষ্ট বোধ হবে না। এ জন্যই আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বহু স্থানে ব্যয় করার কথা বলেছেন এভাবে–

اَنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰكُمۡ.

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর। (সূরা মুনাফিকূন : ১০)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেননি যে, তোমাদের সম্পদ ব্যয় কর, বরং বলেছেন, আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর। এভাবে বলে বোঝানো হয়েছে যে, আমার দেওয়া সম্পদ, আমার হুকুমে ব্যয় করবে তাতে এত কার্পন্য কেন? তাতে এত দ্বিধা-সংশয় কেন? যেমন– কোনো মালিক যদি তার ক্যাশিয়ারকে বলে, তোমাকে এই এত লক্ষ বা এত কোটি টাকা দিলাম, এ থেকে কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দাও, তাহলে ঐ ক্যাশিয়ার ঐ লক্ষ টাকা বা কোটি টাকা মালিকের হুকুম মোতাবেক দিয়ে দিবে, তাতে তার একটুও কার্পন্য বা দ্বিধা-দন্দ্ব আসবে না। কারণ, সে জানে যে, এটা তার টাকা নয় বরং মালিকের টাকা, আর মালিকই হুকুম দিয়েছেন ব্যয় করতে, অতএব তার ব্যয় করতে কষ্ট বোধ করার কী আছে? এরকম মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যই আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ব্যয় কর।"

আরও মনে রাখতে হবে– সম্পদ আল্লাহ্র অনুগ্রহে অর্জিত হয়ে থাকে, মানুষ নিজের বাহুবলে, নিজের মেধাবলে, নিজের জ্ঞানবলে সম্পদ উপার্জন করতে পারে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانۡتَشِرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ وَابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ, তোমরা নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আল্লাহর অনুগ্রহ সান্ধানে বের হয়ে যাও। অর্থাৎ, সম্পদ সন্ধানে বের হয়ে যাও।

(সূরা জুমুআ : ১০)

এ আয়াতে তোমরা সম্পদ সন্ধানে বের হও- এটা না বলে বলা হয়েছে, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে বের হও। এতে করে বোঝানো হয়েছে

যে, সম্পদ হল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সম্পদ দিয়ে আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এটা আমার শক্তিবলে, আমার বাহুবলে অর্জিত হয়নি। অতএব যিনি অনুগ্রহ করে দান করেছেন তাঁরই হুকুমমত ব্যয় করা উচিত।

সম্পদ আল্লাহ্র মেহেরবানী, সম্পদ আল্লাহ্র অনুগ্রহ এ কথাটা ভোলা উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা সকাল বেলার বাদশাহকে বিকেল বেলায় ফকীর করে দিতে পারেন– একথাটাও মনে রাখা দরকার। সম্পদ আল্লাহ দেন, আবার তিনি তা নিয়েও নিতে পারেন। অতএব আল্লাহ তাআলা যেভাবে সম্পদ ব্যয় করতে বলেছেন, সেভাবেই ব্যয় করা উচিৎ।

## ক্বানাআত বা অল্পেতুষ্টির ফায়দা

অল্পে তুষ্ট থাকাকে বলে ক্বানাআত। জীবিকার ব্যাপারে, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু সীমাহীন দুরাকাংখাকে মনে স্থান দেওয়া যাবে না বরং বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে। এতেই প্রকৃত শান্তি। অন্যথায় অগাধ অর্থ-কড়ির উপর শুয়ে থেকেও মনে শান্তি জুটবে না। অগাধ অর্থ-কড়ির মালিক হলেও তৃপ্তি আসবে না বরং আরও চাই আরও চাই– এরূপ অভাববোধ থেকে যাবে। এক হাদীছে এ কথাই এসেছে–

عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَاُ جَوْفَ اِبْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ. رواه مسلم فى كتاب الزكوة – باب كراهة الحرص على الدنيا.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদমের যদি দুই উপত্যকা ভরা মালও থাকে তবুও সে তৃতীয় আর এক উপত্যকার কামনা করবে। (কবরের) মাটি ব্যতীত বনী আদমের পেট ভরবে না। (মুসলিম)

কানাআত বা অল্পেতুষ্টির জীবন শান্তি ও কামিয়াবীর জীবন। এ সম্বন্ধে এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ. رواه الترمذى فى ابواب الزهد - باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত কামিয়াব, যে মুসলমান এবং তাকে চলনসই রিযিক দান করা হয়েছে আর আল্লাহ তাকে কানাআত দান করেছেন। (তিরমিযী)

**কানাআত গুণ অর্জন করার পদ্ধতি**

দুনিয়ার মহব্বত ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরীভূত করতে হবে, তাহলে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জিত হয়। আর তাহলেই আরও সম্পদ চাই আরও সম্পদ চাই এরূপ চিন্তায় পেরেশানী হবে না এবং সম্পদ কমে যাওয়ার চিন্তায় যাকাত ও সদকা প্রদান করতেও দ্বিধা আসবে না বরং যাকাত ও সদকা প্রদানের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাতেই মনের তৃপ্তি থাকবে।

## ত্যাগ ও বদান্যতার ফযীলত

ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা–

১. নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

২. অন্যকে এই পরিমাণ দান করা, যার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

৩. নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেওয়া। এই শেষোক্ত পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য প্রদান তথা ত্যাগ গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় গুণ। ত্যাগ দ্বারা আল্লাহ তাআলা খুশী হন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বয়ান করেন যে, একদা এক

১. رواه البخارى فى المناقب - باب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ورواه مسلم فى كتاب الاضاحى - باب اكرام الضيف وفضل ايثاره ॥

ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসল। সে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাওয়ার কথা জানাল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামম বিবিদের কাছে খবর পাঠালেন ঘরে কোনো খাবার আছে কি না। ঘর থেকে জবাব আসল পানি ব্যতীত ঘরে আর কোনো খাদ্য-পানীয় নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দিলেন কেউ আছ কি এই লোকটিকে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী বললেন, আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রসূলাল্লাহ! এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে বিবিকে বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মেহমান নিয়ে এসেছি। বিবি জানাল ঘরে বাচ্চাদের খাবার ব্যতীত আর কোনো খাবার নেই। তিনি বিবিকে বললেন, রাতের খাবার সময় হলে বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিবে, বাতি নিভিয়ে দিবে, আর আমরা খাওয়ার ভান করে হাত নাড়াতে থাকব, ইত্যবসরে মেহমান তৃপ্তিভরে খেয়ে নিবে। তারা তাই করল- বাচ্চাদেরকে ঘুমিয়ে দিল, বিবি বাতি ঠিক করার বাহানায় তা নিভিয়ে দিল, আর মেহমানের সঙ্গে তারা হাত নাড়াতে থাকল। মেহমান মনে করল তারাও তার সঙ্গে খাচ্ছে। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সাহাবীকে জানালেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঘটনায় খুশি হয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এই আয়াত নাযেল করেছেন-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় যদিও তাদের অভাব ও প্রয়োজন থাকে। (সূরা হাশর : ৯)

উল্লেখ্য- উক্ত আনসারী সাহাবী হলেন হযরত আবূ তালহা (রা.), মতান্তরে হযরত ছাবেত ইবনে কায়স (রা.), মতান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.)।

## যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ প্রসঙ্গ

বৈধ আসবাব ও সম্পদ বর্জন করা নয় বরং সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম হল যুহ্দ। সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয়, আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়- মনের এই অবস্থাই হল যুহ্দের উচ্চ স্তর। একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ

উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নজর থাকবে আল্লাহ ও আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি, পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়।

যুহ্‌দ অর্জন এবং দুনিয়ার মোহ বর্জনের উপায় হল এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী, দুনিয়ার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকারের সবকিছু ত্রুটিমুক্ত ও দোষমুক্ত। এরূপ চিন্তা করলে মন থেকে দুনিয়ার মোহ হ্রাস পেতে থাকে।

## অভাব-অনটনের ফযীলত

অভাব-অনটনকে শাস্তি হিসাবে এবং কষ্টের বিষয় হিসাবে না দেখে ফযীলতের বিষয় হিসাবে দেখা চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগী পছন্দ করে নিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য মক্কার বাতহা এলাকাকে (আর এক বর্ণনা মোতাবেক মদীনার উহুদ পাহাড়কে) স্বর্ণের বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি বরং এক বেলা খেয়ে শোকর আদায় ও আর এক বেলা না খেয়ে সবর করার যিন্দেগীকে পছন্দ করেছেন।[১] কেননা অভাব-অনটনের যিন্দেগী ফযীলতের যিন্দেগী। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَآءَ وَاَطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ.** متفق عليه. رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء – باب اكثر اهل الجنة الفقراء الخ و رواه البخارى عن عمران بن حصين فى كتاب الرقاق – باب فضل الفقر.

---

১. رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب ما جاء فى الكفاف والصبر عليه وقال: حديث حسن. ومتنه عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا قلت لا يا رب ولكن اشبع يوما واجوع يوما او قال ثلاثا او نحو هذا فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك فاذا شبعت شكرتك وحمدتك ॥

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগ হল দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগই নারী সম্প্রদায়। (বোখারী ও মুসলিম)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْفُقَرَآءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَآءِ بِخَمْسِ مِأَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ.** رواه الترمذى فى ابواب الزهد – باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم وقال هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গরীবেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই পাঁচশত বৎসর হল পরকালের অর্ধদিন। (তিরমিযী)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

**عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض. قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَضِىَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الْعَمَلِ.** رواه البيهقى فى شعب الايمان فى باب فى تعديد نعم الله عزوجل وشكرها. حديث رقم ٤٥٨٠.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন। (শুআবুল ঈমান)

সারকথা– পূর্বে উল্লেখিত ৩টি হাদীছের আলোকে অভাব-অনটনের বিশেষ ৩টি ফযীলত হল–

১. জান্নাতের সিংহভাগ মানুষ অভাবীদের মধ্য থেকে হবে।

২. অভাবী মানুষেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে যাবে।

৩. আল্লাহ তাআলা অভাবী মানুষের অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন।

উল্লেখ্য, অভাব-অনটনের এই ফযীলতের কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে সম্পদ আসতে শুরু করেছিল, তখন সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হয়ে উঠছিলেন এই ভেবে যে, আমাদের নেক আমলের বদলা কি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

অভাব-অনটনের যিন্দেগীতে আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। অভাবী লোকেরা এমন সব গোনাহ থেকে সহজে বিরত থাকতে পারে, যেগুলোতে সম্পদশালীরা লিপ্ত হয়ে থাকে। সম্পদ থাকার কারণে সম্পদশালীরা বিভিন্ন রকম গোনাহের উপকরণ সহজে সংগ্রহ করতে পারে। ফলে তারা সেই সব উপকরণ সংগ্রহ করে গোনাহে লিপ্ত হয়। অভাবী লোকেরা সহজে সেসব গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের অভাবকে ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি তোমাদের কাছে প্রচুর দুনিয়ার সম্পদ আসবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কাছে এসেছিল। এমন হলে সেই সম্পদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।[১]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন!

**সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত**

---

১. مسلم كتاب الزهد ‖